ভারতীয় মুসলিমদের ওপরে দায়িত্ব

ড. মুহঃআফসারআলী
অধ্যক্ষ,
সহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়,
উত্তর ২৪ পরগনা।
E-mail: ali.mdafsar09@gmail.com

মুসলিম সমাজে অভাব অভিযোগের অন্ত নেই! আর্থিক অভাব, প্রতিষ্ঠার অভাব, সম্মানের অভাব, ক্ষমতায়নের অভাব, নিরাপত্তার অভাব, একতার অভাব এবং সর্বপরি শিক্ষার অভাব। এই অভাবগুলির উদ্ভবের কারণ এবং সেগুলির নিরসনে আল্লাহর ও নবী (সা.)-এর ইসলামে কী সমাধান দেওয়া আছে এবং সেই ইসলামের অনুসারি হওয়ার দাবীদার মুসলমানরা কী সেই সমাধানের দায়িত্ব পালন করছেন? – সেই দিকগুলি বিশ্লেষণ করার জন্য এই প্রবন্ধ।

পবিত্র কোর'আনের সূরা হুদ (১১/৬)-এ মহান আল্লাহতওয়ালা সকল জীবের জীবিকার দায়িত্ব নিতে গিয়ে বলেছেন, *"এমন কোনো জীব নেই, যার রেজেক দানের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই"*। - তাহলে আমাদের এই অভাব, অপুষ্ঠি, অনাহার-মৃত্যু কেন? আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তাঁর দেওয়া কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। কিন্তু প্লেটে করে দস্তরখানে সাজিয়ে দেন নি, তিনি জীবন ধারনের উপাদান প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা মানব সম্পদ তৈরি করলে তবেই প্রকৃতি থেকে রসদ পাওয়া যাবে। সেই জন্য মহান আল্লাহ তাওয়ালা সবার আগে মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন এই শব্দটির প্রটি, *"ইকরা"*, অর্থাৎ পড়, *"তোমার সৃষ্টিকর্তার নামে পড়।"*। পবিত্র কোর'আনের ৯৬ নম্বর সূরাতে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি জ্বলজ্বল করছে। পবিত্র কোর'আনের প্রতিটি শব্দ প্রতিটি মুসলিমের উপরে ফরজ, তার ঈমানের অংশ। কিন্তু মুসলিমরা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ইকরাকে, মানে পড়াকে উপেক্ষা করেছে! মুসলিমদের বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ – দুই ধরনেরই শিক্ষার নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে – যেমন, মোক্তব, জলসা, খুতবা। – কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলিকে তারা যুগোপযোগি করে নিতে পারেন নি, প্রায় দেড় হাজার বছর আগের প্রেক্ষাপটেই আটকে আছেন! - আজ একবিংশ শতাব্দীর জীবন-ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে শুধু প্রসঙ্গই হারায় নি, নিরপেক্ষ মানুষকে বিতশ্রদ্ধ ও বিভ্রান্তও করেছে। অন্যদিকে শিক্ষায় মুসলিমদের অতি উজ্বল গৌরবকে তারা ধরে রাখতে পারেন নি। পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, কারাউইন (Quaraouiyine) বিশ্ববিদ্যালয় এক মুসলিম রমনী, ফাতিমা-আল-ফিরহি দ্বারা ৮৫৯ সালে মরোক্কর ফেজ শহরে স্থাপিত হয়। তা স্বত্ত্বেও, মুসলিমরা এহেন পূর্বপুরুষদের যোগ্য উত্তরাধিকার হওয়ার দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি; শিক্ষায় পিছাতে পিছাতে তলানিতে এসে ঠেকেছে!

শুধু জীবন ধারনের বস্তুগত সামগ্রই নয়, সম্মান এবং ক্ষমতাও যে শিক্ষা ছাড়া পাওয়া যাবে না, সে কথাও পবিত্র কোর'আনে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহর দ্বারা মানুষ (আদম আ.) ও

ফেরেশতাদের মধ্যে নেওয়া জ্ঞানের পরীক্ষায় মানুষ যখন জিতলেন, তখন মানুষের চেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেসতাদেরকে মানুষের কাছে মাথা নত করালেন মহান জ্ঞানী আল্লাহতওয়ালা। সুতরাং, প্রমাণিত হল, সম্মান শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য। (সূত্র: সূরা, আল বাকারা; আয়াত, ৩১-৩৪)। আবার আল্লাহতওয়ালা আদাম (আ.)-কে যখন পৃথিবীতে পাঠালেন, পুঁজি হিসাবে দিয়েছিলেন কোনো বস্তুসামগ্রী নয়, একমাত্র শিক্ষা। (সূত্র: আল বাকারা, আয়াত ৮৭)। এর মানে হল, পৃথিবীতে সবই আছে, সেগুলো ঠিকভাবে আহরন করার উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যার থাকবে তার জীবনধারনে কোনো অসুবিধা হবে না। বিদায় হজের বক্তব্যে নবী (সা.) আমাদেরকে সেই ধ্রুবসত্যটি স্মরণ করিয়ে দেন, *"যারা আল্লাহর কোর'আন ও নবী (সা.)-এর হাদীস ধরে থাকবে, তাঁদের কোনো অসুবিধা হবে না।"* - অর্থাৎ, যারা শিক্ষাকে ধরে থাকবে, তাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

শিক্ষার জন্য অর্থের সংস্থান দরকার। শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে মুসলিম সমাজের অর্থের বৈজ্ঞানিক অগ্রাধিকার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অবশ্যই দরকার।

পবিত্র কোর'আনের ১০৪ নং সূরা হল মানুষের এহকাল ও পরকালে সফলতার মাপকাঠি। সূরাটির বক্তব্য হল, *"নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে; তবে যাঁরা ইমান এনেছে, যাঁরা ভালো আমল (কাজ) করেছে, যাঁরা মানুষকে ন্যায়ের পথে ডেকেছে এবং যারা ধৈর্য্যধারণ করেছে তারা বাদ দিয়ে"।* - এখানে ভালো আমলকারী বলতে উন্নত মানব-সম্পদকে বোঝায়। আর যাঁরা উন্নত মানব-সম্পদ তারা মানুষকে ন্যায়ের পথ দেখায় এবং দেশ /সমাজের বিপদে দিশেহারা হয় না, ধৈর্য্য ধারণ করে। - পবিত্র কোর'আনের এই সূরা অনুসারে মানুষের সফলতার একমাত্র সিঁড়ি হল শিক্ষা ও ভালো কাজ। যারা ভালো কাজ করেন, মদ থেকে বিরত থাকা ও রাখা তাঁদের দায়িত্ব। (সূরা: আল মায়েদা, অধ্যায় ৫, আয়াত ৯০-৯১)। ভালো কাজের অংশ হিসাবে মুসলমানদেরকে সূদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে, এটা পবিত্র কোর'আনের নির্দেশ। সুদখোরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল যুদ্ধ ঘষণা করেছেন। (সূরা: আল বাকারা, আয়াত ২৭৯)।

একতার প্রশ্নেও মুসলিমদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। এক আল্লাহ, এক পবিত্র গ্রন্থ (কোর'আন), এক নবী (সা.); তার প্ররেও মুসলমানদের মধ্যে এতো মতভেদ, এতো দল- উপদল, এবং নিজেদের মধ্যে এতো বৈরিতা, শত্রুতা কেন? নবী (সা.)-এর জীবনের একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা উল্লেখ করছি। মুরাইসি যুদ্ধের পরে মুসলমান সৈন্যদের নিয়ে নবী (সা.) সেখানেই অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হজরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খাদিম জাহজাহ ইবনে মাসউদ গেফারী (যিনি ছিলেন মক্কা থেকে আগত একজন মুহাজির) ও মদিনার একজন আনসার, সিনান ইবনে অবার আল-জুহানী-এর মধ্যে পানি নিয়ে বিবাদ দেখা দেয় এবং জাহজাহ সিনানকে লাথি মারেন। আরব সংস্কৃতিতে এটাকে চরম অবমাননাকর মনে করা হয়। তৎক্ষণাৎ সিনান তাঁর সম্প্রদায় আনসারকে এবং জাহজাহ মুহাজিরদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। ফলে মুসলিমদের মধ্যেই দুই সম্প্রদায়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা, চিৎকার-চেঁচামেচি, এমনকি সংঘর্ষেরও উপক্রম দেখা দেয়। চেঁচামেচি শুনে নবী (সা.) বাইরে আসেন এবং দুই পক্ষকেই তীব্র

ভাষায় ভর্ৎসনা করেন, *"এ বর্বরতার চিৎকার কেন! তোমরা কোথায়, আর এই জাহেলিয়াতের চিৎকার কোথায়? তোমরা এ ত্যাগ কর। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীন কাজ।"* কিন্তু আজ আমরা নবী (সা.)-এর সেই শিক্ষা মানছি না। আমরা নিজেদেরকে মুসলমান নয়, বরং শিয়া, সুন্নি, দেওবন্দ, বারেলি, হানাফি, মালেকি, শাফী, হাম্বলী, ... ইত্যাদি ফেরকা বা দল, উপদলের নামে পরিচয় দিতে বেশি পছন্দ করি। আমাদের পরিচয় শুধু একটাই, মুসলমান। আমার নবী (সা.) না শিয়া ছিলেন, না সুন্নি; না দেওবান্দ, না বারেলি; না হানাফি, না মালেকি, না শাফী, না হাম্বলী .... না অন্য কিছু, আমার নবী (সা.) মুসলমান ছিলেন, আমিও মুসলমান। এ ছাড়া আমার আর কোনো পরিচয় নেই। তাহলেই মুসলিম সমাজের মধ্যে একতা আসবে।

এছাড়া, মুসলিম সমাজের বাইরে যে সকল গরিব, অনুন্নত জাতি-সম্প্রদায় (এস.সি./ এস.টি./ও.বি.সি.) রয়েছেন তাদের সঙ্গেও মুসলিমদের একতা স্থাপন জরুরি। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ-নির্ভর গণতান্ত্রিক প্রয়োজনিয়তাই নয়, বরং পবিত্র কোর'আনে স্বয়ং আল্লাহ তাওয়ালা নিজে মুসলমানদেরকে এ কাজের আদেশ দিয়েছেন, *"কী কারণ থাকতে পারে যে তোমারা আল্লাহর পথে সেই সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না, যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপিড়িত হচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জনপদ হতে বের করে নাও, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, এবং তোমার নিজের নিকট হতে আমাদের কোনো বন্ধু, দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।"* (সূত্র: সূরা আন নিসা, আয়াত ৭৫)। এই সম্প্রদায়টিকে অমুসলিমরা যতটা আকৃষ্ট করতে পেরেছেন, মুসলিমরা ততটা পারেন নি; যদিও তাঁরা মুসলিমদের রক্তের ভাই! তাঁরা এখন মুসলিমদের রক্তের ভাইকেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন! কারণ, তাঁরা এই দুর্দশাগ্রস্থ সম্প্রদায়টিকে কাছে পাওয়ার জন্য যে পরিমাণ, অর্থ, সময় ও শ্রম খরচ করেছেন, মুসলিমরা তার অতিক্ষুদ্র কণামাত্রও করেন নি। অথচ মুসলিমদের উপরেই এই দায়িত্ব ছিল বেশি – ধর্মী, সামাজিক ও পরিবারিক রক্ত-সম্পর্কীয় দায়িত্ব।